ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য আন্দোলন গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার দুপুরে শহরতলীর গিলাবাড়িয়ায় আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র,ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চলনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস। বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

কে এম সালেহ
ঝিনাইদহ।
মোবাঃ ০১৭১২০৫৩৫৮৬

সারাদেশে “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” গঠণের লক্ষ্যে জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে কমিটি গঠন করার লক্ষ্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটি ঘোষণা করেছে।

এতে প্রধান সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পেয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধাসন্তান শাফি সমুদ্র এবং তার সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে-কাজী টিটো, সানবীর আহমদ সেজান, শামীম সাগর এবং হাসনাত শাহীন।

এবিষয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান মিয়া বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কোটা সহ ৭ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের বিজয় সুনিশ্চিত করতে, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন “মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ” সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে – শাফি সমুদ্র কে প্রধান সমন্বয়কারী করে এবং কাজী টিটো, সানবীর আহমদ সেজান, শামীম সাগর এবং হাসনাত শাহীন’কে নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ঠ একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমুহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরপ্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক সকল ছাত্রছাত্রী যারা কমিটিতে থাকতে আগ্রহী আছেন, সমন্বয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা গেলো।

প্রধান সমন্বয়কারী শাফি সমুদ্র বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক সহযোগী সংগঠন ‘মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম ছাত্র সংসদ’। সারাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসমুহে এই সহযোগী সংগঠনের কমিটি গঠন করার লক্ষ্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদ। সমন্বয় কমিটিতে আমাদের নির্বাচিত করায় বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদ সংসদের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মোঃ সোলায়মান মিয়া ও কেন্দ্রীয় মহাসচিব সফিকুল ইসলাম বাবু ভাইয়ের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের উপরে এই দায়িত্ব দিয়েছেন, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমুহে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরপ্রজন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক-বাহক সকল ছাত্রছাত্রীদের সহযোগীতায় আমরা আমাদের সর্েবোচ্চটা দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা করবো।

ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত

পরিবেশ অধিপ্তরের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি প্রতিরোধ ও কয়লা ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে ঝিনাইদহে ইটভাটা মালিক সমিতির খুলনা বিভাগীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে শহরতলী গিলাবাড়িয়া গ্রামের আয়েশা কনভেনশন সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতি।
ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাইদুল করিম মিন্টুর সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল’র পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি সদরুল ইসলাম।
বক্তব্য রাখেন, খুলনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা সর্দার ফেরদৌস আহম্মেদ, যশোর জেলা শাখার সভাপতি কাজী নাজির আহম্মেদ মন্নু, কুষ্টিয়ার সভাপতি হাজী আক্তারুজ্জামান মিঠু, নড়াইল জেলা শাখার সভাপতি হাসানুজ্জামান, মাগুরা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন, হরিণাকুন্ডু পৌরসভার মেয়র ফারুক হোসেনসহ খুলনা বিভাগের ১০ জেলার নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন ঝিনাইদহ জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হুদা পলাশ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল কুদ্দস।

বক্তারা, হয়রানি মুক্ত ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সরকারের সকল দপ্তরের সহযোগিতা কামনা করেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন আহত

মেহেরপুর–মহাজন সড়কে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বপন, আসাদুল, শাকিল, রাসেল রানা ও আখিরা খাতুন নামের ৫ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার সকালের দিকে মেহেরপুর মহাজনপুর সড়কের কোলা ব্রিজের কাছে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের এ দূর্ঘটনা ঘটে। আহত স্বপন মুজিবনগর উপজেলা মহাজনপুর গ্রামের ফিরোজ হোসেনের ছেলে, আসাদুল কোরবান আলীর ছেলে, শাকিল মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামের সাদেক আলীর ছেলে, রাসেল রানা মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে এবং আখিরা খাতুন আবুল কালাম আজাদ এর স্ত্রী।

আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেয়া হলে তিন জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

জানা গেছে ঘটনার সময় শাকিল একটি মোটরসাইকেল যোগে মহাজনপুর দিকে যাচ্ছিল এবং রাসেল তার মাকে নিয়ে মেহেরপুরের দিকে আসছিল। পথিমধ্যে কোলা ব্রিজের কাছে এটি ইজিবাইকে সাইড দিতে গিয়ে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এ ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল চালকসহ ৫ জন আহত হন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত স্বপন, আসাদুল, শাকিলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

একজনের দুই এনআইডি!

১. মোছা: নাজমা খাতুন, পিতা- ইনছান আলী, মাতা বেলী খাতুন, স্বামী- আ:সালাম জন্ম তারিখ ২৮ মে ১৯৮৫ ইং। ভোটার নম্বর-৪১৯৬১৫৫৩২১। মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা।
২. মোছা: মনোয়ারা বেগম, পিতা- ইনছান আলী, মাতা মোছা- বেলী খাতুন, স্বামী মো: আইয়ুব হোসেন, জন্মতারিখ ৫ মে ১৯৫৭। জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর-৪১৭২৬৬৯০৭১। মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড গোভীপুর গ্রামের মহাজেরপাড়ার বাসিন্দা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, জাতীয় পরিচয় পত্র দুটিতে নাম, স্বামী ও ঠিকানা আলাদা থাকলেও দুটি জাতীয় পরিচয়পত্রের মালিক একজনই। মনোয়ারা বেগম ও স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, তার বয়স সর্বোচ্চ ৩৭ থেকে ৩৮ বছর হবে। যা প্রথম পরিচয় পত্রের সাথে মিল রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচয় পত্রে তার বয়স দেখানো হয়েছে ৬৪ বছর।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করার পূর্বে নাজমা খাতুন মনোয়ারা বেগম সেজে নতুন করে জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন করেন। দ্বিতীয় স্বামী আইয়ুব হোসেব সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। স্বামীর পেনশন ও রেশন সুবিধা ভোগ করার জন্য তিনি দ্বিতীয় পরিচয় পত্রটি তৈরি করেন। ২০১৯ সালের ১৭ এপ্রিল আইয়ুব হোসেন মৃতবরণ করলে একই সালের ৩০ মে তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পেনশন সুবিধা ভোগ করার জন্য আবেদন করেন মনোয়ারা বেগম।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে হালনাগাদের সময় তিনি মনোয়ারা বেগম হিসেবে আবেদন করেন। কিন্তু নিকাহ নামা সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।
দ্বিতীয় স্বামী আইয়ুব হোসেনের দ্বিতীয় সন্তান আনোয়ার হোসেন এ নিয়ে উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়ে একটি অভিযোগ করলে বিষয়টি সামনে আসে।
অভিযুক্ত নাজমা খাতুন বলেন, আমার স্বামী বেঁচে থাকাকালীন সময়ে মনোয়ারা বেগম নামের পরিচয়পত্রটি করে দিয়েছেন। আমার স্বামীর পেনশনসহ সকল কিছুতে মনোয়ারা বেগম নামের পরিচয়পত্রটিই দেওয়া আছে।

যে কারণে আমি নাজমা খাতুন নামের পরিচয়পত্রটি বাতিলের আবেদন করেছি।
মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো: কবীর আহমেদ বলেন, নাজমা খাতুন ও মনোয়ারা বেগম নামে দুটি জাতীয় পরিচয় করা ব্যক্তি একজনই। নাজমা খাতুন নামের জাতীয় পরিচয় পত্রটি অনেক আগে করা হয়েছে এবং মনোয়ারা বেগম নামেরটি পরে করা হয়েছে। যা প্রতারণার শামিল। তিনি নাজমা খাতুন নামের পরিচয় পত্রটি বাতিল করার আবেদন করেন এবং দুটি জাতীয় পরিচয়পত্র করেছেন মর্মে স্বীকার করেছেন। সে হিসেবে নির্বাচন কমিশনের নীতিমালা অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। বিষয়টি উপজেলা কমিটিকে জানানো হয়েছে কমিটি পরবর্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবেন। এছাড়া তার প্রথম পরিচয় পত্রটিই বলবৎ থাকবে, দ্বিতীয়টি বাতিল হবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ২ ব্যবসায়ীর জরিমানা

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই দোকান মালিককে জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে রিদয় মিস্টান্ন ও রিদয় সুভান মিস্টান্ন ভান্ডারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করা হয়।

এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার জনসাধারণের মাঝে বিক্রয় করা হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ভূমি ও হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে। আদালতের মাধ্যমে রিদয় মিস্টান্ন ভান্ডারকে ৮ হাজার ও সুভান মিস্টান্ন ভান্ডারকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কারিগর পাড়ায় এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে দলীয় প্রতিকে নির্বাচনে মাঠে থাকার অঙ্গিকার করেন মনোনয়ন প্রত্যাশী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন। অনুষ্ঠানে সাবেক সেনা সদস্য কপিল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমারি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও নৌকা মনোনয়ন প্রত্যাশী মোজাম্মেল হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন, আসন্ন কুমারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচন মাঠে থাকতে চায়। আমি সারা জিবন ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি যুবলীগের সভাপতি হয়েও সাধারণ জনগণের চিন্তা করি। এই ইউনিয়নের মানুষ আজ নিপীড়িত। রাজনীতি করতে হবে সাধারণ মানুষের জানমালের চিন্তা করে। সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি ও নির্যাতন করে কখনো ভালো হওয়া যায় না। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেনো আপনাদের খেদমত করার সুযোগ পায়।

আলোচনা সভায় আবুল কাশেমের পরিচালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন আজমল হোসেন, জয়নাল আবেদিন, দাউদ আলি মেম্বার, চাঁদ আলি, আলম হোসেন, আমিরুল ইসলাম, ইয়াকুব আলি, দরাদ আলি ইউচোপ আলি, নটু হোসেন, আজিত, আজিবর, রইচ আলি, মকু প্রমূখ।

গাংনীতে কৃষকের পটলক্ষেত কর্তণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের তেতুঁলবাড়িয়া গ্রামের পাকশী মাঠে দুই কৃষকের পটলক্ষেত কর্তণের অভিযোগ উঠেছে ।

শুক্রবার সকালে সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামের মৃত আ: কাদের ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন বংশ পরম্পরায় দীর্ঘ প্রায় ৭০ বৎসর ধরে ৮৪ শতক জমি ভোগ দখল করে আসছেন।

প্রায় ১০ বৎসর আগে একই এলাকার মৃত জলিল হোসেনের ছেলে আমিরুল

ইসলাম ও মৃত জীবন আলীর ছেলে হাসেমকে ২৪ কাঠা জমি বর্গা দেয়া হয়। গত দুই মাস আগে স্থানীয় ভূমি অফিসে ওই জমির খাজনা দিতে গেলে তারা জানতে পারে একই গ্রামের মহন আলী, মনোরদ্দিন, বদরুল আলম ভাদু, পতন আলী ৮৪ শতক জমির মধ্যে ৪২ শতক জমি খারিজ করেছে।

পরে জাহাঙ্গীর হোসেনের ৮৪ শতক জমি একই গ্রামের মহনের ছেলে আশাদুল, সোনাতনের ছেলে আজগোর, তাহের, হযরতের ছেলে লিটন হোসেন, মৃত আইবের ছেলে মজনু, রফিকের ছেলে শফি, দুলাল হোসেনের ছেলে শাহার, মৃত জানবারের ছেলে খলিলুর, হযরত, সোনাতন সকলে পটলক্ষেত কেটে দিয়ে জমি দখল নেওয়ার পাঁয়তারা করে।

খাজনা দিতে গিয়ে জাহাঙ্গীর গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলমের বরাবর খারিজ বাতিলের একটি আবেদনের বিষয়ে জানতে পারেন। আবেদনের পেক্ষিতে গত ০৪ অক্টোবর বুধবার সকাল ১০ টার সময় ভূমি অফিসে হাজির হয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন রের্কডীয় মালিক জকিরন বিবির নিকিট থেকে ক্রয়কৃত দলিলসহ অন্যন কাগজ পত্র প্রদর্শন করে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষরা তাদের নামজারি প্রমাণাদি ছাড়া অন্য কোন কাগজ পত্র দেখাতে পারেনি।

উভায় পক্ষর কাগজ পত্র দেখে। গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভুমি) নাজমুল আলম আগামী অক্টোবর ১৮ তারিখের মধ্যে পৃর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন ভুমি অফিসকে নির্দেশ দেন।

জমির মালিক জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, উপজেলা ভূমি অফিসে মামলা চলমান রয়েছে তারপরও প্রতিপক্ষরা সহকারী কমিশনার ভূমি এর নির্দেশ অবমাননা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ওই জমিতে থাকা পটলক্ষেত কর্তন করেছে। তিনি এর সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক আমিরুল ইসলাম ও হাশেম আলী তাদের পটলক্ষেত বিনষ্টে ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলু রহমান জানান, কৃষকের ফসল কাটার অভিযোগ শুনেছি ঘটনা স্থলে তদন্ত করার জন্যে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]